নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

অটোপাস ও উচ্চশিক্ষার গতিবিধি

শফিকুল ইসলাম
৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২৩:২৬

পরীক্ষা ছাড়াই এইচএসসি ও সমমানের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ফল ঘোষণার কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৩০ জানুয়ারি ফল প্রকাশিত হয়। অষ্টম শ্রেণির সমাপনী এবং এসএসসির ফলাফলের গড় করে ২০২০ সালের এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়। জেএসসি-জেডিসির ফলাফলকে ২৫ এবং এসএসসির ফলকে ৭৫ শতাংশ বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের মূল্যায়নের ফল ঘোষিত হয়। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল গত বছরের এপ্রিলে। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭৮৯ শিক্ষার্থীর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে সশরীরে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে অটোপাসের মাধ্যমে পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তটি খুবই যৌক্তিক এবং প্রশংসনীয় ছিল।

যাহোক সবশেষে অটোপাসের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এবার সব শিক্ষার্থী পাস করবে বলে মনে করেছিল তাই এখানে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ কেউ অকৃতকার্য হবে না বলে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু চিন্তা ছিল কে কত সিজিপিএ পায়, এটাই ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগের প্রশ্ন। পরীক্ষা না নিয়ে ফল প্রকাশে আইন সংশোধনের পর শনিবার একযোগে ১১টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, যাতে পৌনে ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর অপেক্ষার অবসান ঘটে। এইচএসসি ও সমমানে গতবার অর্থাৎ ২০১৯ সালে পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। তার আগের বছর ছিল ৬৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন শিক্ষার্থী। গতবার এই সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৮৬। তার আগের বছর ছিল ২৯ হাজার ২৬২। বিশেষ পরিস্থিতিতে এভাবে ফল প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরে পরীক্ষাহীন এই ফল নিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিরূপ মন্তব্য না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এটা ভালো দিক ছিল। এটা নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না, তা যথার্থ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, উচ্চশিক্ষায় কতজন ভর্তি হতে পারবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ আসন সংখ্যা রয়েছে সবাই কিন্তু উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাচ্ছে না। আসন সংখ্যা সীমিত। যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাস করেছে সেই পরিমাণ আসন সংখ্যা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই। তাই অনেকে বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে, আমরা সবাইকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে দিতে পারছি না, এটা কোনো বিষয় না। কারণ সবাইকে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে হবে না, সবাই যদি উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয়, তা হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাকরিতে লোক পাওয়া যাবে না। শিক্ষা জাতির মেরুদ- বলে সবাইকে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার দরকার নেই, উচিত হবে শিক্ষাকে বহুমুখী হতে হবে, যেমন কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক উন্নয়ন হতে হবে, তা হলে শিক্ষা জাতির মেরুদ- বলে যে কথা, সেটা বাস্তবায়ন হবে। আমি মনে করি সবাই উচ্চশিক্ষায় না গিয়ে কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রসর হতে হবে, সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে যেন অনেক শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা নিতে আগ্রহী হয়। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে প্রণোদনা লাগলে দেওয়া উচিত বলে মনে করছি।

কেউ কেউ মনে করছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অটোপাসের ফলে উচ্চশিক্ষায় আসন নিয়ে যে সমস্যা হতে পারে, তা কমে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করছি এতে সমস্যার সমাধান হবে না। এতে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান কমে যাবে। কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা বাড়ানো যাবে না। বরং এসব শিক্ষার্থীকে কীভাবে কারিগরি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা যায়, সেই বিষয়ে যদি সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, তা অনেক বেশি কার্যকর হবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষা সেক্টরে অস্থিরতার পেছনে অন্যতম কারণ হলো- কর্তৃত্ববলে কোনো ব্যক্তির একক চিন্তা-চেতনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সরকারের এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে তার নিজস্ব সম্পদ ভাবতে না পারেন এবং কোনো অপকর্ম যাতে না করতে পারেন। উপাচার্য নিয়োগে আরও বেশি গতিশীলতা আনতে হবে। যাতে সঠিক লোক সঠিক জায়গায় উপাচার্যের আসনে বসতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়া উচিত এমনভাবে যাতে তাদের নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে না পারে। উপাচার্য হতে হবে প্রশাসনিক ও একাডেমিক উভয় জায়গায় তিনি যেন পারদর্শী হন এবং যথেষ্ট দক্ষতা যেন তাদের থাকে।

উচ্চশিক্ষায় উন্নতির জন্য গবেষণায় আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে শিক্ষকরা বেশি বেশি গবেষণা করতে আগ্রহী হন। কারণ আমাদের উচ্চশিক্ষায় গবেষণার মান এবং গবেষণার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ গবেষণা তেমন হয় না, শিক্ষকরা নানাবিধ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কেউ কেউ নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে যান, যা উচ্চশিক্ষার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গবেষণার সংখ্যা এবং গবেষণার মান উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও বেশি নজর দিতে হবে, শুধু নজর দিলে হবে না, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যাতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে মানুষ তেমন কোনো কথা বলতে না পারে।

উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য মূলে কাজ করতে হবে। মূল মানে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার আরও উন্নয়ন হওয়া উচিত এবং শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা উচিত। তা হলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ¯ুংলে চাকরি করতে আগ্রহী হবে, এতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান না বাড়ানো হলে উচ্চশিক্ষায় গলদ থেকেই যাবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সরকারের উচিত প্রাথমিক লেভেলে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায় সেটা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। যদিও এ বছর শিক্ষার্থীদের কষ্ট কিছুটা লাগব হবে, কারণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে একমত হয়েছে। কিন্তু বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় একমত হয়নি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা শিক্ষার্থীদের হয়রানি করাতে পারি না, এখন সময় আছে আপনারা যারা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন, তারা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ফিরে আসুন। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে শিক্ষার্থীদের সেশন শুরু ত্বরান্বিত হবে এবং অভিভাবকদের হয়রানি লাঘব হবে। কিন্তু আমি মনে করি এ বছর এই পদ্ধতিতে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং সম্পূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার ভর্তি করানো উচিত, তাতে মেধাবীরা তাদের পছন্দমতো উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

নারীরা যদিও অনেক এগিয়ে আছে অনেক জায়গায়, তবুও দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষায় নারীদের উপস্থিতি বেশি হলেও উচ্চ মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এ চিত্র ঠিক নয়। কিছুটা ভিন্ন দেখা গিয়েছে। উচ্চশিক্ষায় কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে নারীরা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রীর হার ৫০ দশমিক ৭৫ শতাংশ, মাধ্যমিকে (নবম থেকে দশম শ্রেণি) ৫১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এর পরই

ছাত্রীদের সংখ্যা কমতে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রীর হার (একাদশ-দ্বাদশ) ৪৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ, ডিগ্রিতে ৪১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ৩৬ দশমিক ০৭ শতাংশ। তাই নারী শিক্ষার্থীদের কীভাবে উচ্চশিক্ষায় বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যায়, তা নিয়ে কাজ করতে হবে।

শফিকুল ইসলাম : শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy